১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের

চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

মিলন হত্যা মামলায় সকল আসামি বেকুসুর খালাস

মেহেরপুরের গাংনীর চাঞ্চল্যকর প্রবাস ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলন হত্যা মামলার সকল আসামি আসামিকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আসামিদের মধ্যে তার স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা ও ভাইরা রয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মন্জুরুল ইমাম চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির রায় দেন। মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথে তার স্ত্রী মানছুরা খাতুন আদালতের কাঠগড়াই ভেঙ্গে পড়েন।

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমাহলপাড়াস্থ জিল্লুর দারোগার পরিত্যক্তু বিল্ডিং এর পিছনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবাসফেরত হাসানুজ্জামান ওরফে মিলনের লাশ উদ্ধার করা হয়। মিলনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহৃ ছিল। ওই ঘটনায় নিহত মিলনের পিতা আব্দুল হামিদ বাদি হয়ে মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুন, তার দুলাভাই আব্দুর রশিদ, মানছুরার ছোট বোন মছনয়ারা খাতুন মুন্নি এবং গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-২৬, জি আর কেস নং ১২৯/২০১৬।

ওই সময় মিলনের স্ত্রী মানছুরা খাতুনকে পুলিশ আটক করেন। এছাড়া মামলার অপর আসামি স্থানীয় ব্যবসায়ী মোজাম্মেলকে পুলিশ আটক করে। তারা দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিলেন। পরে জামিনে ছাড়া পান। ওই সময়

মোজাম্মেলকে নিহতের স্ত্রী মানছুরার পরোকীয় প্রেমিক হিসেবে মামলার আসামি করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটের আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, এবং আসামীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবি একেএম শফিকুল আলম ও একেএম জিল্লুর রহমান কৌশুলি ছিলেন। এদিকে মামলার রায় ঘোষণার সাথে সাথেই আসামি মানছুরা এবং মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি আদালতের কাঠগড়াই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ মল্লিকের ছেলে কুয়েত ফেরৎ হাসানুজ্জামান মিলনের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয় তাকে। সেসময় মিলনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় স্ত্রীর সাথে গাংনীর ব্যবসায়ী মোজাম্মেলের পরকীয়া প্রেমের বলি হয়েছে মিলন।

হত্যকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের স্ত্রী মানছুরা, শ্যালিকা মছনুয়ারা খাতুন মুন্নি তার স্বামী পুলিশ কনস্টেবল আব্দুর রশিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন নিহতের পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ তাদের এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। কুয়েত থেকে সম্প্রতি ছুটিতে দেশে ফিরে স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাংনী শহরের বনবিভাগ পাড়ার নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

ঘটনার আগের দিন বিকেলে গ্রামের বাড়ি শ্যামপুর থেকে গাংনীর বাড়ির উদ্দেশে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দেয়। সকালে মিলনের স্ত্রী তাদেরকে জানায় মিলনের কোনো খোঁজ মিলছে না। পরে ঘটানাস্থলে এসে তারা মিলনের লাশের পরিচয় শনাক্ত করেন।

দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে সরিয়ে যে কোন মূল্যে মাফিকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর পরিকল্পনা করে বিপ্লব।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার আরো বলেন, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি ঘটনার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকেই অপরাপর আসামীদের নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকান্ডের জন্য তারা গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া মাঠের ইয়ারুল কাটা নামক নির্জন স্থান বেছে নেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব তার সহযোগী আসামী শফিকুল ইসলাম শফিকে ৩,০০০ টাকা জবাই করার জন্য ধারালো ছুরি কেনা ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব অপরাপর সহযোগী আসামী মোঃ জনি ইসলাম ও মোঃ হাসিবুল ইসলামকে গাংনী বাজরের একটি দোকান হতে সাদা নাইলনের দড়ি কিনে দেয়। নিহত আলমগরি হোসেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে গত ১ জানুয়ারি

২০২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মোঃ রবিউল ইসলাময়ে বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি সহযোগী আসামী আলমগীর ও শফিকুল শফিকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। পূর্ব হতেই পাহারা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে জনি ইসলাম ও হাসিবুল ইসলাম অপেক্ষারত ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আসামীরা ভিকটিম আলমগীরকে জাপটে ধরে পার্শ্ববর্তী কাঁচা রাস্তায় নিয়ে দড়ি দিয়ে হাত বাঁধে, মাফলার দিয়ে মুখ বাঁধে এবং ভিকটিমের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করে। ভিকটিম আলমগীর নিস্তেজ হয়ে পড়লে বিপ্লব মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গলা কেটে জবাই করার নির্দেশ দেয়। শফিকুল শফি তার নিকট থাকা ধারালো ছুরি বের করে আসামী আলমগীরের হাতে দিলে আসামী আলমগীর জনিকে জবাই করার জন্য বলে। জনি গলা কেটে জবাই করার পর রক্তমাখা ছুরি ঘাসে মুছে শফিকুলকে দিয়ে দেয়। মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য বিপ্লব তার কাছে থাকা হাতে লেখা চিরকুট লাশের পাশে রেখে দেয়। হত্যাকান্ড শেষে আসামীরা গাংনী ফিরে আসে। শফিফকুল তার কাছে থাকা ছুরি বিপ্লবকে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লববের দেখানো মতে হত্যার কাজে ব্যবহৃত ধারালো ছুরি এবং মাফিকুল ইসলাম মাফির দেখানো মতে নিহতের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
এ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৫ জন নৃশংস হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ওসি সেখ মেজবাহ উদ্দীন, মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমানসহ জেলা গোয়েন্দা ও সােইবারক্রাইম টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত আটক ছয় আসামি হলো- গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বিপ্লব (৩৬), গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বাশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার আব্দুল আউয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯), গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন (৪০), গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের মোঃ লোকমান ইসলামের ছেলে হাসিবুল ইসলাম(২১), ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ট্যাঙ্গারমাঠ শিশিরপাড়া এলাকার মৃত হযরত আলী ছেলে মোঃ শফিকুল

ইসলাম শফি(৪২)।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৬ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাত ১টা হতে ভোর ৫ টা মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে এসআই উত্তম কুমার, এসআই প্রকাশ ঘোষ, এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই সোহেল রানা, এএসআই সাখাওয়াত হোসেনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এজাহারভুক্ত আসামী ভবের পাড়া গ্রামের মৃত জামাত দফাদারের ছেলে হেকমত দফাদার (৫০), জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৫/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের কাশেম এর ছেলে হাফিজুল(৫০) জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৬/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামে মৃত বশিরের ছেলে কাসেম (৫৫), জিআর-০৬/২০ সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের তাহের আলীর ছেলে হালিম এবং জিআর নং-৭৫/১৯ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী জয়পুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে রবিউল (৩৫), জিআর নং-৪৩/২৩ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী বাগওয়ান গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইফুল শেখ (৩৫) কে নিজ নিজ এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম (পিপিএম) সার্বিক দিক নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম

(সার্কেল) স্যার এর সহযোগিতায় মুমিন মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে
আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সে সাথে মুজিবনগর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট মূলে আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

ছয় লাখ টাকা সুদ দিয়েও পরিশোধ হয়নি পঞ্চাশ হাজার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড়বাড়ি গ্রামের মোশারেফ মন্ডলের ছেলে শিমুল মন্ডল সুদে টাকা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। ছয় লাখ টাকা সুদে কারবারী ইসরাইলকে দিলেও মুক্তি মেলেনি আজো। অথচ তার কাছ থেকে সুদ নেয়া ছিলো মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। আবারও টাকা দাবি করে মামলা করেছেন আদালতে।

জানা যায়, সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের বড়বাড়ি গ্রামের আমজেদ আলী মন্ডলের ছেলে ইসরাইলের কাছ থেকে চাষাবাদের জন্য বিগত ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা সুদ হিসেবে নেন শিমুল মন্ডল। কিন্তু সেই টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে হারিয়েছেন স্বর্বস্ব। প্রতিমাসে সাড়ে ১২ হাজার টাকা মৌখিক চুক্তি থাকলেও আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে নিয়মিত তা পরিশোধ করতে পারেননি শিমুল। এরপর সুদে কারবারি মিমাংশা জন্য চাপ দিতে থাকে শিমুল মন্ডলকে। পরে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা দাবি করে সুদে কারবারি ইসরাইল। উপায়ন্ত না পেয়ে বসতভিটা বিক্রি করে সুদে কারবারীর হাতে ৩ লাখ ১৪ হাজার টাকা তুলে দেন শিমুল। পরবর্তিতে আরও ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করেন সুদে কারবারি। সেই দাবী পূরণ না হওয়ায় ভূয়া স্ট্যাম্পে ইসরাইলের মা ওজলা খাতুনকে বাদি করে ৫ লাখ টাকা কর্জ দিয়েছেন দাবি করে ঝিনাইদহ আদালতে মামলা করেছে সুদে কারবারি। সেই মামলায় সাক্ষী হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে সুদে কারবারি ইসরাইল, তার বাবা, স্ত্রীকে।

ভ’ক্তভোগী শিমুল মন্ডলের পিতা মোশারেফ মন্ডল জানান, ‘৫০ হাজার

টাকা নিয়ে এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে কারবারি ইসরাইলকে দিয়েছি। বসতভিটা বিক্রি করে টাকা দিয়েও মুক্তি মেলেনি। জমিজমা টাকা পয়সা হারিয়ে একেবারে পথে বসে গেছি।
আমার নিকটতম পতিবেশি ইলাজ মিয়াকে দিয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল আমার ও আমার পরিবারকে শারীরিক, মানষিক নির্যাতন সহ সামাজিকভাবে হেয় পতিপন্ন করছে। এমনকি বিগত ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর আমার ছেলে রিপুল মন্ডলের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মিথ্যা গল্প সাজিয়ে ইলাজ মিয়া আমাদের নামে ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই বাবলুকে থানায় মিমাংশার কথা বলে আটক করার পরদিন আদালতে চালান করে এবং আমার ছেলে শিমুলকেও আটক করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এতকিছুর পরও বিভিন্ন ভাবে আমার ও আমার পরিবারকে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা সুদে কারবারি ইসরাইলের হাত থেকে মুক্তি চাই।

এবিষয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল জানান, আমি ৫০ হাজার টাকা দিয়নি এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে টাকা নিয়নি বলে অস্বিকার করেন। এছাড়াও আমার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যা। শিমুল মন্ডলের সাথে আমার কোনদিন কোন লেনদেন হয়নি। অন্যদিকে আদালতে মামলা করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি আদালতে মামলা করেছি। সত্য মিথ্যা সব প্রমাণ হয়ে যাবে আদালতেই।

ঝিনাইদহে সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে টেন্ডারে অনিয়মের অভিযোগ এনে এক ঠিকাদার আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ককে বিবাদি করা হয়েছে।

আদালত বিষয়টি আমলে নিয়েছে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান

মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধীকারি মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ২৫০ শয্যা ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রোগীদের ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যান্ডেজ, গজ কাপড়, লিলেন কাপড়, কেমিক্যাল ও আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য প্রায় ৬ কোটির টাকার টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়। শর্ত অনুযায়ী সাধারন ঠিকাদারেরা অংশ নিতে অযোগ্য হয়ে পড়েন।

এ নিয়ে এমএস এন্টারপ্রাইজের মালিক মৌসুমি আক্তার মিথিলা বাদী হয়ে সিভিল সার্জন ও তত্বাবধায়ককে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। লিগ্যাল নোটিশে কাজ না হওয়ায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মিনা মোহাম্মদ নবী বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন (যার নাম্বার-৩১/২৫)।

মামলায় ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা.মিথিলা ইসলাম ও হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে ৩ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বিষয়ে জানতে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মিথিলা আক্তার বলেন, হাসপাতালের টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। তাই এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা-

আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত

চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মুজিবনগরে আলম হত্যা মামলার বাদিসহ ৪ জন আটক

মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের চাঞ্চল্যকর আলমগীর হোসেন (আলম) হত্যা মামলার সন্দেহভাজন বাদিসহ চারজনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

দীর্ঘ তিন মাস ধরে হত্যা মামলাটি তদন্তকালে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তারানগর গ্রামের সেকের শেখ এর ছেলে হামিদুল শেখ (৩১),শাহবুদ্দীন মন্ডলের মেয়ে এবং আলমগীর হোসেন(আলম) এর স্ত্রী ও আলম হত্যা মামলার বাদি বেদেনা খাতুন(৩৭), আব্দুর রহমান এর ছেলে মিন্টু ধুলো পেটু (৪০) এবং আলম এর শাশুড়ি শাহবুদ্দীন এর স্ত্রী শাহিনুর বেগম (৫৫)। বুধবার দিবাগত রাত্রে তাদের বাড়িতে অভিযান

পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, তিন মাস ধরে মামলাটি নিয়ে পুলিশ গভীরভাবে তদন্ত করে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় আটককৃতদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাই বুধবার দিবাগত রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা পরস্পর যোগসাজসে হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে ১৬৪ ধারায় নিজেদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ আদালতে ৩ জন ১৬৪ ধারায় হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এসময় তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগষ্ট দিবাগত রাত্রে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের আগবত আলীর মেজ ছেলে আলমগীর হোসেন আলম
(৪৪) কে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ১০ই আগষ্ট হত্যার শিকার আলমের স্ত্রী মুজিবনগর থানায় ৩০২/৩৪(বাংলাদেশ পেনাল কোডে) ধারায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করে যার মামলা নম্বর -২।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার চার এজেন্টের নামে মামলা (আপডেট)

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামান শপিং কমপ্লেক্সের একটি জেন্টস পার্লাও (সেলুন) থেকে আটক দুই অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ চারজনের নামে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে পুলিশ।

আসামিরা হলেন- অনলাইন জুয়ার অন্যতম মাস্টার মাইন্ড মুকুল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন দিপু, আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবাল। এদের মধ্যে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনায় ব্যবহৃত মোবাইল সহ আটক করেছে ডিবি। এসময় তাদের কাছে থেকে ৪টি মোবাইল ফোন ও জুয়া পরিচালনা ৭টি এজেন্ট সিম উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার

রাতে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আটক আশিক ইকবাল মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে। তিনি পুলিশ কনস্টেবল। যশোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের বডিগার্ড হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। স্বপন ইকবাল একই গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানাধীন বিএম স্কুল এর পাশে ছোট বাজারস্থ জামান শপিং কমপ্লেক্সের নিউ এ্যাডামস্ জেন্টস পার্লার (সেলুন) আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অনলাইন জুয়া পরিচালনার মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশ ধারন করে প্রতারনা, অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশনসহ ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এ প্রবেশ করে সাইবার সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য অবস্থান করছিলেন।

এসময় সাইবার নিরাপত্তা টিমের সদস্যরা সেখানে অভিযান পরিচালনা করলে পালানোর চেষ্টাকালে আশিক ইকবাল ও স্বপন ইকবালকে আটক করা হয়। তার আগেই সেখান থেকে মুকুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেন দিপু পালিয়ে যায়।

এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, আটক আসামীদের ব্যবহৃত জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনা করে MOST BET এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনার তথ্য পাওয়া যায়। আসামী আশিক ইকবালের নিকট থেকে জব্দকৃত Infinix X 6880 মডেলের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত এ কে এন্টারপ্রাইজ এর নামে নিবন্ধিত মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ এজেন্টে লেনদেনের ১ লাখ ৩১ হাজার ২৪৬ টাকা এবং অপর একটি সিম থেকে লেনদেনের ৬৭ হাজার ৯৩৬ টাকার ই-ব্যালেন্স দেখা যায়। এছাড়া ওই ফোনে ক্রোম ব্রাউজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামে একটি মার্চেন্ট জুয়ার চ্যানেল চলমান রয়েছে। অনলাইন জুয়া MOST BET এর Agent_API_Shine_BD নামক অনলাইন জুয়ার চ্যানেলটি আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত সিম ০১৭১১-৬৬৩৯৬০ নাম্বারে ব্যবহৃত Ashik Iqbal নামে ইন্সটলকৃত টেলিগ্রাম আইডি আসামীরা জিজ্ঞাসাবাদে জানান যে, অনলাইন জুয়া MOST BET এর পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই-ট্রান্সজেকশন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কথা স্বীকার করেছেন পুলিম জানায়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দুইজন সাইবার ক্রাইমকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে আটকৃত স্বপন ইকবাল ও পুলিশ কনস্টেবল আশিক ইকবালের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমে মামলা দায়ের করে। আমরা সদর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করেছি মাত্র।’

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের সাথে যোগাযোগ করলে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ‘সমগ্র বিষয়টি তদন্তাধীন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে আমার আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেওয়া ঠিক হবে না।

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আটক ১

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আজগর আলী নামে ১ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রামবাসী তাকে আটক করে।

পরবর্তীতে আটকের বিষয়টি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীরকে জানানো হলে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই নিয়ামুল তাকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রাম থেকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে আসে।

আটককৃত এজাহার নামীয় ১ নং আসামি হল কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের মৃত আজমত আলীর ছেলে আজগর আলী (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৫১), বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানাধীন শিবনগর মৌজাস্থ সেজোতলার মাঠ, শিবনগর হতে ০৬ (ছয়) টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের মধ্যে থাকা তামার কয়েল সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ, মূল্য আনুমানিক ৪,০৫,০০০/-

(চার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা চুরি করার অপরাধ উল্লেখ করে এজহার নামীয় ধৃত ১। নং আসামি আজগর আলীসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ্য করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজহার দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় এজাহার নামীয় ১ নং আসামি আজগর আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আগামীকাল বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।